কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 13 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ২ ...

ছাত্রলীগ বন্ধুরাই ঘাতক

কুমিল্লায় সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ▷

কুমিল্লায় ছাত্রলীগের দুই পক্ষের ঘণ্টাব্যাপী গোলাগুলির সময় উভয় পক্ষকে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে গুলি ছুড়তে দেখা যায়। আর ওই অস্ত্রবাজদের বেশির ভাগই সিসি ফুটেজে শনাক্ত হয়েছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অস্ত্রবাজদের ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্র জানায়, শনিবারের অস্ত্রবাজির ঘটনায় অস্ত্রবাজদের চিহ্নিত করেছে পুলিশ। কিন্তু এখনই তাদের নাম প্রকাশ করতে রাজি নয় তারা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, গতকাল রবিবার কালের কণ্ঠে ছাপা হওয়া ছবির মধ্যে কালো গেঞ্জি ও জিন্সের প্যান্ট পরা অস্ত্র হাতে যুবকটি শহরের জাঙ্গালিয়া বাসস্ট্যান্ডের উল্টোদিকের বাড়ির শামিম বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দারা। আর গোলাপি পাঞ্জাবি ও জিন্সের প্যান্ট পরা অস্ত্র হাতে যুবকটি শহরের চান্দপুরের ইব্রাহিম। তারা দুজনই ছাত্রলীগের কর্মী। অস্ত্র হাতে দেখা গেছে ছাত্রলীগ নেতা সাব্বিরকেও।

কুমিল্লার পুলিশ সুপার টুটুল চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা মামলার জন্য অপেক্ষায় আছি। কয়েকজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে।'

কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি খোরশেদ আলম বলেন, 'রবিবার রাত ৮টা পর্যন্ত থানায় মামলা হয়নি। তার পরও তদন্ত চলছে। অপরাধীরা ধড়া পড়বে আশা করি।'

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, কুমিল্লা শহরের প্রাণকেন্দ্র কান্দিরপাড়ে প্রায় প্রতিটি পয়েন্টে লাগানো জেলা পুলিশের সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে অস্ত্রবাজদের ছবি। উভয় পক্ষের অস্ত্রবাজরা এখন ক্যামেরাবন্দি। ছবি দেখে তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। শহরের কান্দিরপাড়ে অন্তত ৪০টি সিসি ক্যামেরা রয়েছে। সেগুলো থেকে তাদের ছবি সংগ্রহ করা হচ্ছে।

এদিকে গতকাল রবিবার নিহত সাইফুলকে যারা ছুরিকাঘাত করেছে, তিনি তাদের চিনতেন। ছুরিকাঘাতের পর সাইফুল বলেছিলেন, 'আমাকে তো মারছোস। এবার হাসপাতালে নিয়ে যা।' সূত্র মতে, ছুরিকাঘাতকারীদের মধ্যে দুজনের বাড়ি কুমিল্লা শহরের চান্দপুরে। দুজনের নামই 'হ' আদ্যক্ষর দিয়ে।

ছাত্রলীগ নয়, জীবন থেকেই বিদায় নিলেন সাইফুল : কুমিল্লা টাউন হলে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে কর্মী সমাবেশে সাইফুল বলেছিলেন, তিনি আর কোনো দিন ছাত্রলীগের রাজনীতি করবেন না। চিরবিদায় নেবেন। সমাবেশের পর শুরু হওয়া সংঘর্ষের সময় ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারানোর পর তাঁর ওই কথাই সত্যে পরিণত হলো।

সাইফুল ইসলামের ছোট ভাই ছাত্রলীগ নেতা নান্নু ইসলাম বারবার কেঁদে কেঁদে বলছেন, 'এভাবে কেন আমার ভাইয়ের মৃত্যু হলো। আমার ভাই সবার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে গেছেন। হে আল্লাহ, আমার ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত, তুমি তাদের বিচার করো।' হাউমাউ করে নান্নু কেঁদে বলেন, 'ভাই আমারে বলেছেন, আমি আর ছাত্রলীগ করব না। চিরতরে বিদায় নেব। ভাই তো সত্যি সত্যিই বিদায় নিলেন। এভাবে চলে যাবেন ভাবতেও পারিনি। ও ভাই আমাদের দেখবে কে? আমরা তো আপনার জন্য রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছি। আমাদের এখন কে ছায়া দেবে।'